Kw¤úDUvi থাক ভাইরাসমুক্ত

Awgb †g‡n`x

Kw¤úDUvi ভাইরাস! আধুনিক পৃথিবীতে Kw¤úDUvi প্রযুক্তি মানুষকে যেভাবে গতিময় করে অভাবনীয় Kvhm¤úv`b করতে সাহায্য করে চলেছে, ঠিক ভাইরাস তার বিপরীত অবস্থানে বসে মানুষের অতি প্রয়োজনীয় প্রোগ্রাম ও ডাটাকে ধ্বংস করে থামিয়ে দেয় আমাদের গতিময়তা। এটি এমন একটি প্রোগ্রাম যা নিজের B"Qvg‡Zv প্রয়োজনীয় প্রোগ্রামের সাথে নিজেকে যুক্ত করে সংক্রমিত হয় এবং পর্যায়ক্রমে তার ধ্বংসযজ্ঞের we¯—Z ঘটায়। সঠিকভাবে তৈরি একটি ভাইরাস পৃথিবীব্যাপী we¯—Z নেটওয়ার্কের ওপর AfZce ক্ষমতা প্রদর্শনে পারদর্শী। ইংরেজি VIRUS শব্দের gj অর্থ হলো– Vital Information Resources Under Seize| মার্চ '৯৯ সালের মেলিসা ভাইরাসের (Melissa Virus) ক্ষমতা এতটাই বেশি ছিল যে, এটি মাইক্রোসফট এবং অন্যান্য কয়েকটি বড় †Kv¤úvwbi ই-মেইল সিস্টেমকে m¤úY©i!‡c ধ্বংস করে দেয়। বর্তমানে ভাইরাস তৈরির পথ ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে hv‡"Q। তবুও মাঝে মাঝে কেউ কেউ যখন ভাইরাস তৈরির নতুন পথ খুঁজে পায় তখনি তারা পরিণত হয় খবরের শিরোনামে।

ভাইরাস আক্রাš— পিসির লক্ষণ

আপনার পিসি যদি ভাইরাস Avµvš— হয়ে থাকে তবে তা খুব সহজেই বুঝতে পারবেন। সাধারণত ভাইরাস Avµvš— হলে পিসির গতি মন্থর হয়ে যায়। gvBKw¤úDUvimn ফোল্ডারগুলো দেরি করে খোলে। এর বাইরে এপ্লিকেশন ফাইল করাপ্ট করে ফেলে, ফলে প্রোগ্রাম সঠিকভাবে রান করে না, ফোল্ডারের ভেতর বিভিন্ন নামে অপ্রোয়জনীয় ফোল্ডার তৈরি করে রাখে, ফ্রি †¯úm ধীরে ধীরে কমতে থাকে, কোনো সফটওয়্যার ইনস্টল করতে দেয় না, হার্ডডিস্কের পার্টিশন ভেঙে দেয়, এন্টিভাইরাস ওয়েব সাইটে প্রবেশ করতে দেয় না। পিসির বিভিন্ন এক্সেসরিজের ফার্মওয়্যার মুছে ফেলাসহ বিভিন্ন ক্ষতিসাধন করতে সক্ষম এই ভাইরাস।

কীভাবে আসে এই ভাইরাস

Kw¤úDU‡i ভাইরাস প্রবেশ করতে পারে বেশ কিছু উপায়ে। আপনার পিসিতে যদি এন্টিভাইরাস সফটওয়্যার ইনস্টল করা না থাকে বা সফটওয়্যারটি যদি আপ-টু-ডেট না থাকে তাহলে সহজেই ভাইরাস প্রবেশ করতে পারে। ফ্লপি ডিস্ক, পেন ড্রাইভ, সিডি, ডিভিডি বা বাড়তি হার্ডডিস্ক যদি ভাইরাস Avµvš— হয়ে থাকে, তাহলে সেগুলো পিসির সঙ্গে সংযুক্ত করলে পিসি ভাইরাস Avµvš— হবে। এছাড়া ইন্টারনেট ব্রাউজ, কোনো কিছু ডাউনলোড করার সময় বা ইমেইলের মাধ্যমেও ভাইরাস পিসিতে প্রবেশ করতে পারে।

প্রতিকার

ভাইরাস থেকে বাঁচার সবচেয়ে উৎকৃষ্ট উপায় হলো এন্টি ভাইরাস সফটওয়ার ব্যবহার করা। আর অবশ্যই সেটি আপ-টু-ডেট হতে হবে। নিয়মিত আপডেট ফাইল ডাউনলোড করে বা অটোমেটিক আপডেটের মাধ্যমে আপডেট করে নিন সফটওয়্যারটি। পিসিতে যখনি ফ্লপি ডিস্ক, পেন ড্রাইভ, সিডি, ডিভিডি বা বাড়তি হার্ডডিস্ক সংযুক্ত করবেন, তখনি এন্টিভাইরাস সফটওয়্যারটির অটোমেটিক ব্যাকগ্রাউন্ড স্ক্যান বা রিয়েল টাইম স্ক্যান এনাবল করে নিন। অথবা সেগুলো আগে এন্টিভাইরাস সফটওয়্যার দিয়ে চেক করে নিন। ইন্টারনেট ব্রাউজ, ই-মেইল চেক করার সময় অবশ্যই আগে ভাইরাস চেক করে নেবেন। আপনি যখন কোনো কিছু ফ্লপি ডিস্ক, পেন ড্রাইভ, সিডি, ডিভিডি বা বাড়তি হার্ডডিস্কে বহন করে কারো জন্য নিয়ে যাবেন, তখন সেই ফাইলগুলোও চেক করে নিন।

Avµvš— হলে কি করবেন

আপনার পিসি ইতিমধ্যেই যদি ভাইরাস Avµvš— হয়ে থাকে তাহলে ঘাবড়াবার কিছু নেই। প্রথমে চেষ্টা করে দেখুন এন্টিভাইরাস সফটওয়্যারটি আপডেট করা যায় কিনা। যদি যায়, তাহলে দেরি না করে `"Z সেটি আপডেট করে নিন। এরপর ভাইরাস চেক Ki"b। অনেক সময় আপনি এই কাজটি করতে পারবেন না বা ভাইরাস সিস্টেমে সক্রিয় থেকে তা করতে দেয় না। তখন যে কাজটি করবেন তা হলো– পিসি থেকে হার্ডডিস্কটি খুলে নিয়ে অন্য কারো পিসিতে সংযুক্ত করে সেখান থেকে ভাইরাস চেক করে ক্লিন করে নিয়ে আসুন। অবশ্যই খেয়াল রাখবেন, যে পিসিতে সংযুক্ত করবেন তাতে যেন আগে থেকে সর্বশেষ আপডেটসহ নামী কোনো †Kv¤úvwbi এন্টিভাইরাস সফটওয়্যার ইনস্টল করা থাকে। আর এর পরেও যদি দেখেন কাজ n‡"Q না তাহলে ফাইলগুলো ব্যাকআপ নিয়ে নতুন করে উইন্ডোজ ইনস্টল করে প্রথমেই এন্টিভাইরাস সফটওয়্যারটি ইনস্টল Ki"b।

কোথায় পাবেন এন্টিভাইরাস সফটওয়্যার

নরটন, ম্যাকফি, পিসি-সিলিন সফটওয়্যাগুলো ব্যবহার করাই উত্তম। কারণ

বর্তমান সময়ের আলোচিত ভাইরাস

বর্তমানে আমাদের দেশের বেশির ভাগ পিসিতে যে ভাইরাসটি দেখা যাচ্ছে সেটি হলো Apache Worm নামের ভাইরাস। এই ভাইরাস দ্বারা পিসি আক্রান্ত হলে আপনি ড্রাইভের যে ফোল্ডারে প্রবেশ করবেন সেই ফোল্ডারে ঐ একই নামের একটি .exe এক্সটেনশনযুক্ত ফাইল তৈরি হয়ে থাকে। আর আইকন হিসেবে সেটি উইন্ডোজ এক্সপির ফোল্ডারের ডিফল্ট আইকনটি ব্যবহার করে। ফলে বোঝার কোনো উপায় নেই যে এটি কোনো ফোল্ডার নয় বরং একটি .exe ফাইল। ফোল্ডার মনে করে যখন আমরা এই ফাইলটিতে ডাবল ক্লিক করি তখন এটি মেনু থেকে নিজেকে লুকিয়ে ফেলে। ফলে আর এই অপশনটিকে খুঁজে পাওয়া যায় না। এছাড়া Data Administrator নামে আরো একটি ফোল্ডার সেই ফোল্ডারের ভিতর তৈরি করে ফেলে। এর ফলে স্বাভাবিকভাবেই পিসির গতি স্লো হয়ে যায় যা মোটামোটি বিরক্তের সৃষ্টি করে। এর বাইরে যখন কোনো ফোল্ডার ওপেন করতে যাবেন তখন প্রতিবার এটি উইন্ডোজ এক্সপ্লোরার দিয়ে মাই ডকুমেন্টস ওপেন করে বসে থাকে। আমরা যে এন্টিভাইরাস সফটওয়্যারগুলোর নাম এখানে উল্লেখ করেছি, সেগুলোর যে কোনো একটি ইনস্টল করে আপডেট করার পর ভাইরাস স্ক্যান করে নিন। আর উইনবুস্ট জাতীয় ইউটিলিটি সফটওয়্যার ব্যবহার করে Folder Options কে আবার ফিরিয়ে আনুন স্বাভাবিক অবস্থায়।

এগুলোর ভাইরাস শনাক্ত করার ক্ষমতা বেশি। এর বাইরেও আরো কিছু আছে, যেমন– পান্ডা, এভিজি, এফ সিকিওর ইত্যাদি। আর যদি নেট থেকে ডাউনলোড করতে চান তাহলে চলে যান http://www.antivirus-review.info /anti-virus/ mাইটটিতে। এই সাইটে মোটামুটি এন্টিভাইরাসগুলোর লিংক দেয়া আছে।

কীভাবে আপডেট করবেন

এখানে প্রধান তিনটি এন্টিভাইরাস সফটওয়্যার কীভাবে আপডেট করতে হয় তা উল্লেখ করা হলো-

(১) নরটন আপডেট করতে হলে– http://www.symantec.com/avcenter/download/pages/US-N95.html সাইটটিতে চলে যান। বা গুগলে ‘norton antivirus updates’ লিখে সার্চ Ki“b। একটু লক্ষ্য করলেই এ লিংকটি দেখতে পাবেন। এরপর সাইটটিতে দেখুন টেবিলের ïi“‡Zই 20060310-007-i32.exe bামে একটি লিংক দেয়া আছে। এই ফাইলটি ডাউনলোড করে ইনস্টল করে নিন।

(২) ম্যাকফি আপডেট করার সময় খেয়াল রাখতে হবে যে, সফটওয়্যারটি যদি সিকিউরিটি সেন্টারযুক্ত হয় তাহলে সেটি নেট থেকেই অটোমেটিক আপডেটে ক্লিক করে আপডেট করতে হবে। আর যদি সফটওয়্যারটি 8.0i বা এর নিচের ভার্সন হয়ে থাকে, তাহলে গুগলে ‘sdat’ লিখে সার্চ Ki“b। একটু লক্ষ্য করলে প্রথম পেজেই দেখতে পাবেন McAfee Security – SuperDAT Update লিংকটি। লিংকটিতে ক্লিক করার পর যে সাইট ওপেন হবে সেটির একদম নিচে চলে যান। সেখানে ডাউনলোড কথাটি দেখতে পাবেন। ফাইলটি ডাউনলোড করে ইনস্টল করে নিন।

(৩) পিসি-সিলিন আপডেট করতে হলে www.pc-cillin.com-সাইটটি ওপেন Ki“b। এরপর ডানদিকে Virus Protection অংশে Virus Pattern File-এ ক্লিক Ki“b। নতুন পেজটি ওপেন হবার পর Virus Pattern Files/ Cleanup Templates †_‡K Virus Pattern File ডাউনলোড করে নিন। এবার ডাউললোডকৃত ফাইলটি আনজিপ করে lpt$vpn.xxx ফাইলটি কপি করে নিন। এরপর প্রোগ্রাম ফাইলসের ভেতর পিসি-সিলিন ফোল্ডারের ভেতর পেস্ট করে দিন এবং আগের lpt$vpn.xxx ফাইলটি মুছে দিয়ে পিসি রিস্টার্ট Ki“b।